বর্ষ ১১, সংখ্যা ১২ | ভবনগর | ডিসেম্বর ২০১৯
Vol. 11, No. 12 | BHĀBANAGARA | December 2019

অনুবাদ

ইংরেজি থেকে বাংলা

সংগীতনৃবিদ্যা : অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রথম অধ্যায় : সংগীতনৃবিদ্যার সংজ্ঞা

টিমোথি রাইস

অনুবাদ: নুরুন্নবী শান্ত

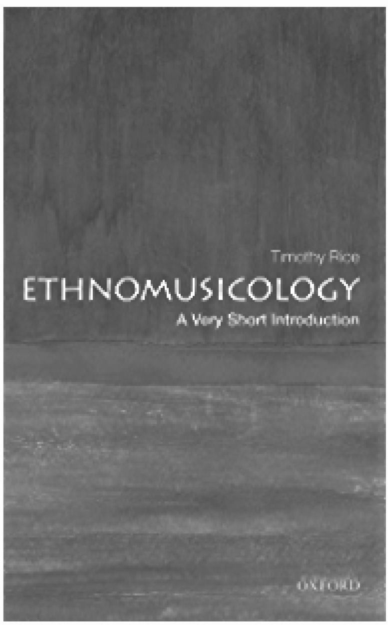

আমেরিকার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

Translation

English to Bangla

Ethnomusicology A Very Short Introduction

Chapter 1 : Defining Ethnomusicology

Timothy Rice

Translation : Nurunnabi Shanto

Abstract

Ethnomusicologists find that all humans, not just those we call musicians, are musical. And, musicality is one of the essential touchstones of the human experience. This insight opens the new dimensions of the nature of music and the nature of humankind. To appreciate musicality of human, we must study music in all its contextual and historical diversity.

In *Ethnomusicology A Very Short Introduction*, Timothy Rice, offers a compact and revealing portrayal of Ethnomusicology. It's a research in quest of insights into both music and humanity. In *Chapter 1, Defining Ethnomusicology*, Rice defines ethnomusicology from assorted points of view. He admits that defining Ethnomusicology is not a simple matter. Many ethnomusicologists, many minds. Researchers may apply theories from anthropology and other social sciences, to shed further light on the nature of music as a human behavior and cultural practice. The Bangla translation of the beginning chapter of Rice will inspire Bengali youth ethnomusicologists to look into music and human being in much more creative way.

সংগীতনৃবিদ্যা মনুষ্য সম্প্রদায়ের সংগীতময়তার প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করার বিদ্যা। এই সংজ্ঞা সংগীতনৃবিদ্যাকে সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞানের মধ্যে বিশিষ্ট্য স্থান দেয়। এরা সবাই জৈবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক বৈচিত্র্যের আলোকে মনুষ্য সম্প্রদায়ের প্রকৃতি উদ্ঘাটনে নিবেদিত।

"সংগীতময়" শব্দটি দ্বারা সাঙ্গীতিক প্রতিভা বা ক্ষমতা বোঝায় না; এর দ্বারা ধারণাগতভাবে মানুষের সৃষ্টি করার, কার্য সম্পাদন করার, সংগঠিত করার, শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার এবং মানুষের সুসংগঠিত ধ্বনিসমূহের অর্থ ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা বোঝায়। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সব মানুষ কম বা বেশি সংগীতময়। আমরা বুঝতে পারি, যাদেরকে সংগীত স্রষ্টা হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয় তারাই যে কেবল সংগীতময়, ব্যাপারটা সেরকম নয়। আরও বোঝা যায়, সংগীতময়তা (সংগীত সৃষ্টি করা ও সাঙ্গীতিক বোধ সৃষ্টি করার সক্ষমতা) মানবতাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে এবং এটি মানব অভিজ্ঞতার এক পরশ পাথর। সংগীতময় চিন্তা ও কার্য মানবজাতির ক্ষেত্রে সম্ভবত ততোটাই গুরুত্বপূর্ণ যতোটা গুরুত্বপূর্ণ তার কথা বলা ও কথা বোঝার সক্ষমতা। সংঙ্গীতনৃবিজ্ঞানীগণ দাবি করতে পারেন যে, পূর্ণ মানুষ হতে হলে সংগীত প্রয়োজন হয়।

সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদগণ মনে করেন, কেন পূর্ণ মানুষ হতে গেলে সংগীত প্রয়োজন এবং কেন সংগীতময়তার মাধ্যমে মানবতা বুঝতে হবে তা জানার জন্য আমাদের অবশ্যই সংগীতের যাবতীয় বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করতে হবে। তবে, বিশ্বসংগীতের বিশেষ কোন উদাহরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয় যাবে না যে, কেন ও কীভাবে মানুষ সংগীতময়। এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে পূর্ণ ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক পরিসরে সংগীতসকল বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

"ভালো সংগীত" বা "গবেষণার উপযুক্ত সংগীত" অথবা "কালজয়ী সংগীত" ইত্যাদি কল্পনাপ্রসূত বিবেচনার উপর নির্ভর করে সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদদের গবেষণা শুরু হয় না। বরং, তাদের মনে রাখতে হয়, যখন যেখানেই মানুষ গভীর ভক্তিভরে

মনোযোগ সহকারে সংগীত সৃষ্টি ও শ্রবণ করে, তখন সেখানেই গুরুত্বপূর্ণ ও সুযোগ্য গবেষণা চলমান থাকে।

অতএব, আরেকটি এরকম সংজ্ঞা এরকম হতে পারে — বিশ্বের সকল সংগীত সম্পর্কিত অধ্যয়নকে বলে সংগীতনৃবিদ্যা। এই সংজ্ঞা সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদদের গবেষণার বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করলেও, এটা সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদদের এই বৃহৎ জাল বিস্তৃতির কারণ ব্যাখ্যা করে না। তাদের কাজের এরকম ব্যাপকতার কারণ হলো, তারা মানুষ্য সম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও সংগীতের প্রকৃতি সম্বন্ধে বড় প্রশ্নের উত্তর দিতে চান। আমার প্রথম সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমি ব্রিটিশ সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদ জন ব্ল্যাকিং (১৯২৮-৯০)-এর *মানুষ কীভাবে সংগীতময়?* শীর্ষক গ্রন্থের কাছে ঋণী। এই গ্রন্থে সংগীতনৃবৈজ্ঞানিক সংবেদনশীলতাকে নিম্নরূপে বিবৃত করা হয়েছে:

> এই নিষ্ঠুরতাময় ও শোষণমূলক দুনিয়ায়... কেন জেসুয়াল্ডোর একটি প্রেমগাথা বা একটি বাখ প্যাশন, ভারতবর্ষের সেতারের সুর বা আফ্রিকার একটি গান, বার্গের *ওয়াজেক* বা ব্রিটন ওয়ার *রিকোয়েম*, একটি বালিনিজ *গেমেলান* বা একটি ক্যান্টোনেজ অপেরা, কিংবা মোজার্ট, বেটোভেন বা মালহারের একটি সিম্ফনি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য গভীরভাবে প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করতে পারা জরুরী। ব্যাপারটা কিন্তু এইসব সংগীতের স্রষ্টাদের সম্ভাব্য সৃষ্টিশীলতা ও কারিগরি অগ্রসরতা ইত্যাদি প্রতিভা থেকে আলাদা। এটাও ব্যাখ্যা করা জরুরি যে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, একটি "সরল" "ফোক" বা লোকসংগীতে কেন একটি "জটিল সিম্ফনি"র থেকেও অধিক মানবিক মূল্য থাকে।

এই প্রারম্ভিক সংজ্ঞাসমূহ ইঙ্গিত দেয়, পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর সংগীত অধ্যয়ন আসলে মানুষকে জানাবোঝার উপায়। এই অধ্যয়নক্ষেত্র সংজ্ঞায়িত করার অপরাপর উপায়-সূত্র পাওয়া যেতে পারে সংগীতনৃবিদ্যা তথা "এথনোমিউজিকোলোজি" শব্দের তিনটি গ্রীক উৎস: *ethnos, mousike,* এবং *logos* অর্থাৎ, এথনোস, মুসিকে ও লোগোস শব্দত্রয় ব্যাখ্যা করলে।

এথনোস

গ্রীক ভাষায় *এথনোস* বলতে একই জাতি, গোত্র, বা গোষ্ঠীর মানুষদের বোঝায়। এখান থেকেই উৎপত্তিলাভ করেছে আদিবাসী, নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র বা সংখ্যালঘু জনজাতি, এবং আদিবাসী সংগীত ইত্যাদি অভিধাগুলো। "সংগীতনৃবিদ্যা" পরিভাষায় এগুলোর অন্তর্ভূক্তি থেকে ধরে নেয়া যায় যে, সংগীতনৃবিদ্যা হলো জনজাতিসমূহের (এথনোস) সংগীত (মুসিকে) বিষয়ক অধ্যয়ন। বিশেষ করে সেই জনজাতি যারা একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যারা নির্দিষ্ট সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতি। ওলোন্দাজ সংগীততাত্ত্বিক ইয়াপ কুন্স্ট্ (Jaap Kunst) (১৮৯১—১৯৬০) ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর

মিউজিকোলজিয়া: এ স্টাডি অব দ্যা ন্যাচার অব এথনোমিউজিকোলজি, ইটস্ প্রোব্লেমস, মেথোডস্, এন্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্সোনালিটিজ নামক পুস্তিকাতে প্রথমবারের মতো সংগীতনৃবিদ্যা বা এথনোমিউজিকোলজির ধারণা প্রয়োগ করেন। তিনি এই পরিভাষা তৈরি করেন মিউজিকোলজি বা সংগীততত্ত্ব (১৮৮৫ সালে প্রথম ব্যবহৃত) ও এথনোলজি বা নৃজাতিতত্ত্ব (আনুমানিক ১৭৮৩ সালে সৃষ্ট) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে। সংগীততত্ত্ব হলো সংগীত অধ্যয়ন। নৃজাতিতত্ত্ব হলো নির্দিষ্ট জনজাতির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে মানুষের ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন। এদের সম্প্রসারণ হিসেবে সংগীত-নৃতত্ত্ব ভিত্তিক মানবজাতির সংগীত বৈচিত্র্যের এই তুলনামূলক বিদ্যা সংগীতনৃবিদ্যার উদ্ভব হয়।

এই বিকল্প সংজ্ঞার সুবিধা হলো, এটি মনুষ্য সম্প্রদায় কেন ও কীভাবে সংগীতময় সেসব বিষয়ে গবেষণা করতে সংগীততাত্ত্বিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত প্রধান পদ্ধতিগুলোর একটি হিসেবে প্রযুক্ত হতে পারে। একে বলা যেতে পারে, নৃজাতিতাত্ত্বিক বা মাঠ গবেষণা পদ্ধতি। নির্দিষ্ট সংস্কৃতি ও সমাজের প্রেক্ষাপটে এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে হাজার হাজার গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাগুলোতে সংগীতকে দেখা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর গভীর সাংস্কৃতিক নীতিমালা ও সামাজ কাঠামোর আলোকে। এগুলোর ফলাফলে দেখা গেছে যে, সংগীত সাংস্কৃতিক নীতিমালা ও সমাজ কাঠামোকে প্রভাবিত করে থাকে। অসংখ্য নিবিড় গবেষণায় নৃজাতিতাত্ত্বিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ "এথনোলজি" বা "নৃজাতিতত্ত্ব" পরিভাষায় নির্দেশিত তুলনামূলক প্রেরণা সহজে 'সংস্কৃতির সংগীত' বা 'সংস্কৃতি হিসেবে সংগীত'-এর অধ্যয়ন বলে চিহ্নিত করেছে। একইসাথে, একে এমন এক বিদ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যাকে বলা যেতে পারে "সংগীত সংস্কৃতি"। এই বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিত অ্যালান ম্যারিয়াম (১৯২৩ - ১৯৮০) ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে সংগীতনৃবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত এক সংজ্ঞা দেন: "সংগীত সংস্কৃতির অধ্যয়ন"; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আমার প্রথম সংজ্ঞাটির বিশ্বজনীনতার কাছে ফিরে যান এবং সংগীতনৃবিদ্যা বোঝাতে বলেন: "মানব জাতির যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের সর্বজনীন দিক হিসেবে সংগীত অধ্যয়ন"। সংস্কৃতিগতভাবে নির্দিষ্ট এবং মানবিকভাবে বৈশ্বিক, এই দুই মেরুর চিন্তা বা সৃষ্টিশীল প্রতিচিন্তা নিজেদের গবেষণাক্ষেত্র সম্পর্কে সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদদের ভাবনাকে নবরূপ দান করেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে নির্দিষ্ট জাতির সংগীতের প্রতি অনুসন্ধিৎসু মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে নির্দিষ্ট জাতি বা নৃগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত সমাজ বা সংস্কৃতি বলয়ের ভেতরে সৃষ্ট সংগীতের প্রতি সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদেরা যখন তাদের অধ্যয়ন অব্যাহত রাখছেন, তখন অনেক সমাজ ও সংস্কৃতির ভাঙ্গনের কারণ হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবনধারা, এবং নানা সমাজ ও সংস্কৃতির খণ্ডিত উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি। ব্যক্তিমানুষ এর মধ্যে হয়তো সুবিধাই দেখতে পাচ্ছে, এবং কোন

কোন ক্ষেত্রে এই বিবর্তনকে অত্যাবশ্যক জ্ঞান করছে। কেননা, ব্যক্তির উদ্দেশ্য সমাজ ও সংস্কৃতির মূল থেকে নিজেদের মুক্ত করা, নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া, নতুন নতুন সামাজিক দল গঠন করা বা নতুন নতুন সামাজিক দলের সাথে সংযুক্ত হওয়া। এই নব্য সামাজিক দলগুলোর ভিত্তি ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক নৃসভ্যতার উপরেই গড়ে ওঠে। তবে যেটা হয়, তা হলো, পেশা, অর্থনৈতিক শ্রেণি, বিনোদনের অভিজ্ঞতা, বা সার্ফিং এর মতো নতুন খেলার প্রতি আকর্ষণ, কিংবা সাইন্স-ফিকশন দেখে চমৎকৃত হবার সুযোগ, অথবা ভিন্ন সংস্কৃতির ব্যক্তি হয়েও ফ্ল্যামেনকো মিউজিক (ঐতিহ্যবাহী স্প্যানিশ লোকবাদ্যযন্ত্র সৃষ্ট সংগীত)-এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করা ইত্যাদি সাধারণ রুচির ভিত্তিতে জন্মলাভ করা আধুনিক সামাজিক শর্তাবলী ব্যক্তি-মানুষকে "উপসাংস্কৃতিক" বা "সহসাংস্কৃতিক" তথা মাইক্রোকালচারাল দল গঠন করতে উৎসাহিত করে। অতএব, আমি যে সরল সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করেছিলাম তা আসলে মনুষের সামাজিক *দল* কেন ও কীভাবে সংগীতময়, এই অধ্যয়নের উপর জোর দেয় না, অথচ এই বিদ্যার নাম অনুসারে সেরকমটাও হবার কথা; তবে, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এবং যেকোনোভাবে একত্রিত হয়ে গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হোক না কেন, গোষ্ঠীগতভাবে কেন ও কীভাবে মানুষ সংগীতময় সে আলোচনার উপর জোর দেয় সংগীতনৃবিদ্যা। এই বিবেচনা অনেকের মধ্যেই এরকম বিতর্কিত চিন্তা জাগিয়ে দেয় যে, আলোচ্য অধ্যয়নের নাম তাহলে অনুপযুক্ত এবং পরিত্যক্ত হবার যোগ্য।

মূসিকে

গ্রীক শব্দ মূসিকে থেকে ইংরেজি "মিউজিক" শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এই শব্দ দিয়ে আনন্দময় বা ভাবজাগানিয়া ধ্বনিমঞ্জুরি সৃষ্টির শিল্প নির্দেশ করে। তবে, সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদগণ যেহেতু দুনিয়াজুড়ে ব্যাপ্ত সংগীত বৈচিত্র্যের অধ্যয়ন করে থাকেন, তাদের কাছে সংগীতের এই সরল সংজ্ঞা যথেষ্ট নয়।

সংগীতকে এত সহজে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, এর একটি কারণ এই যে, বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংগীতের অর্থ বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে। হয়তো একসময় সংগীত কিছু উপাদান কেন্দ্রিক সুসংহত মধুর ধ্বনিমঞ্জুরি বোঝাতো। সেইসব নির্ভরযোগ্য ধ্বনি-সংস্থার মধ্যে আছে সুর, সঙ্গতি বা ঐকতান ও তাল। সমকালের আধুনিক সংগীত এইসব উপাদানের সাথে নব নব উপাদান যুক্ত করেছে, আবার কোন একটি উপাদান বাদ দিয়েও সংগীত সৃষ্টির উদাহরণ তৈরি হয়েছে। ফলে সংগীত সম্পর্কিত সরল সংজ্ঞায়ন চ্যালেঞ্জের মুখেমুখি হয়েছে। ধরা যাক, আজকের র‍্যাপ সংগীতের কথা। র‍্যাপ গানের কথা ও ছন্দ আলঙ্কারিক আবৃত্তির সুরে বেঁধে পরিবেশন করা হয়। এই নতুন ধরনের সংগীত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ শ্রোতার মনে এটা "প্রকৃত" সংগীত কি না তা নিয়ে সন্দেহ জাগে। আমেরিকার সুরকার জন কেইজ (১৯১২–১৯৯২) ৪´৩৩´´ (১৯৫২)

শিরোনামের একটি গান করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। গানটি জুড়ে তিনি পিয়ানো বাদকদের কোনো নোট না বাজিয়ে কি-বোর্ডের সামনে বসিয়ে রাখেন। এমনকি জন ব্লেইকিং-এর সংজ্ঞায় বিশ্বাসী আগের সংগীতকাররা মনে করতেন যে, সংগীত হতে হবে "সুসংহত মনুষ্যোচিত ধ্বনিমঞ্জুরি"; তা-ও সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে। কেইজ ও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্যরা মনুষ্যসৃষ্ট ধ্বনির বাইরে অপরাপর প্রাণী ও বস্তুর ধ্বনি থেকেও সংগীত সৃষ্টি করতে থাকেন। অপরপক্ষে, ইংরেজিভাষীদের মধ্যে রূপক অর্থে পাখির গান, তিমির গান ইত্যাদি কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহলে কি সুসংহত ধ্বনিমঞ্জুরিকে প্রাণীদের সংগীত বলতে হবে? ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতিতে সংগীতের সংজ্ঞায় এই সমস্যার প্রতিফলন সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদদের শাস্ত্রীয় সংস্কৃতিতেও রয়েছে।

সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদগণ দেখেছেন যে, কৃষি ও চারণ সংস্কৃতিতে মানুষকে বেশিরভাগ সময় খোলামাঠে কাজ করতে হয়। সেখানে যখন কোনো পশু ডাকে বা পাখি গায় কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্য কোনো উৎস থকে বিশেষ ধ্বনি সৃষ্টি হয়, মানুষ তার সাথে তাল মিলিয়ে গান গেয়ে ওঠে। সেই গান গেয়ে ওঠার সময় কৃষিজীবী বা পশুচারণে নিবেদিত মানুষের কাছে মনে হয় যেন তাদের সুরের সাথে তাল মিলিয়ে পশুপাখিও একই গান গেয়ে ওঠে। তার মানে কি এই যে আমাদের "মনুষ্যোচিত ধ্বনিসমষ্টির সুসংহত রূপ" সংগীতের সংজ্ঞা হিসেবে অনেক সংকীর্ণ? সকল মানুষই তো ধ্বনিময় পরিবেশে বেঁচে থাকে এবং যোগাযোগ স্থাপন করে, সে প্রকৃতি সৃষ্ট ধ্বনিই হোক কিংবা যুদ্ধবিগ্রহের ধ্বনিই হোক। কোনো কোনো সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদ সম্প্রতি পরামর্শ দিচ্ছেন, আমাদের অধ্যয়ন বিষয় হওয়া উচিৎ ধ্বনি; সংগীত মাত্র নয়। এই মতামত আলোচ্য অধ্যয়নক্ষেত্র সম্পর্কিত আমাদের সরল সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদগণ "এথনোসনিকোলজি" (ethnosonicology) বা ধ্বনিনৃবিজ্ঞান প্রবর্তন করবেন।

আমার প্রথম সংজ্ঞা সংগীত ও অপরাপর পরিবেশনা শিল্প, যথা—নৃত্য, কাব্য, বা নাট্য, প্রভৃতির মধ্যে যে পরোক্ষ বিভাজক খাড়া করে তা বৈশ্বিক নয়। যেমন, বান্টুভাষী পূর্ব আফ্রিকার কেনো কোনো অঞ্চলে ঙগোমা *(ngoma)* শব্দটি এক প্রকার ড্রাম বা ঢাক বা ভেরি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তবে এই নামের বাদ্যযন্ত্র মানেই হলো সামাজিক অনুষ্ঠানে এই বাদ্যের সাথে সংগীত, নৃত্য, হাততালি, এবং হল্লা পরিবেশিত হয়। ইংরেজি ভাষায় "মিউজিক" শব্দের সাথে তুলনা করার মতো আর কোনো পরিভাষা নেই বলেই মনে হয়। অন্যান্য সংস্কৃতিতে মিউজিক শব্দটি দিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির সংগীতময় আচরণের সীমিত অর্থই প্রকাশ করা হয়। যেমন, কট্টর ইসলামী ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংগীত ও গান গাওয়াকে বিধর্মীদের আচরণ হিসেবে প্রচার করা হয় এবং এর সুস্পষ্ট নেতিবাচক ব্যাখ্যা আছে; অথচ, পবিত্র আয়াত বা শ্লোক পাঠের সাঙ্গীতিক ভঙ্গি আছে, যাকে বলা হয় পবিত্র বাণী পাঠ, এর নাম 'তেলাওয়াত', অথবা জপ বা 'আবৃত্তি' এবং এর সম্পর্ক রয়েছে ইতিবাচকতার সাথে। আমি আমার

সংগীততত্ত্ববিদ্যা : অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা নিকোলাস কুক

সংগীতনৃতাত্ত্বিক মাঠ গবেষণার কাজ করেছি বুলগেরিয়াতে। সেখানে গ্রামের লোকেরা "মিউজিক" (মিউজিকা/*muzika*) বলতে কেবল যন্ত্রসংগীতই বোঝে। অপরাপর যেসব প্রকাশভঙ্গিকে আমি সাংগীতিক প্রকাশ বলে বিবেচনা করছি, যেমন—গান গাওয়া, ড্রাম বাজানো, বিলাপ করা ইত্যাদিকে তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় চিহ্নিত করে এবং সংগীত থেকে এগুলোকে আলাদা জ্ঞান করে।

"সংগীত" শব্দের আরেকটি সমস্যা হলো, এই শব্দ দ্বারা কেবলই উৎপাদিত বস্তু (শিল্প বা কর্ম) বোঝায়, সংগীত সৃষ্টির বা উৎপাদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তেমন ধারণা দেয় না। কাজেই, প্রাথমিক পর্যায়ে সংগীতনৃবিদ্যা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সংগীতের উপাদান ও কাঠামো গুরুত্ব পেয়েছে। এই উপাদানগুলো স্থির করা থাকে গানের স্বরলিপি ও

বাংলা একাডেমিতে ইন্টারন্যাশনাল ফোকলোর ওয়ার্কশপে বক্তৃতারত অনুবাদক সুমনকুমার দাশ

ভাবনগর ফাউন্ডেশন আয়োজিত সংগীতনৃবিদ্যা বিষয়ক সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন আমেরিকান সংগীতনৃতাত্ত্বিক ড. রিহান্না খেশগি, ২০১৩

ভাবনগর ফাউন্ডেশন আয়োজিত সংগীতনৃবিদ্যা বিষয়ক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ, ২০১৩

সাউন্ড রেকর্ডিং-এর মধ্যে। মাঠ গবেষণার সময় সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদরা যেসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন, এ ধরনের অধ্যয়নে সেগুলো অন্তর্ভূক্ত থাকে না। যেমন, একটি সংগীত আসরে উপস্থিত সকল মানুষের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়, এ ধরনের আচরণে উদ্বুদ্ধ হবার কারণ, এবং সেই সংগীতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়গুলো সংগীতনৃবিদ্যা অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা মাঠ গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

সংগীত শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক, ভৌত, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গতিবিধি ধরার জন্য স্থানীয় বাচনভঙ্গি বা মৌখিক ব্যবহারিক দিকটি বুঝতে হয়, নামমাত্র ফর্ম বুঝলে চলে না। "সংগীত তৈরি করা" বিষয়টি বিবেচনায় সংগীতনৃবিদ্যাকে কেউ হয়তো মানুষ কেন ও কীভাবে সংগীত করে তার অধ্যয়ন, অথবা আরও সহজভাবে মানুষের সংগীত সৃষ্টি সম্বন্ধীয় অধ্যয়ন বলতে পারে। এই সংজ্ঞাকে জেফ টড টাইটন (Jeff Todd Titon) আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়েছেন। এই সংজ্ঞাতে তখনই কাজ হয় যখন আমরা বুঝি যে "সংগীত তৈরি করা" মানে কেবলই বাদ্যযন্ত্র বাজানো নয়, বরং "সংগীত তৈরি করা" নিয়ে অধ্যয়ন করা মানে মানুষ কীভাবে দৃষ্টিভঙ্গি, ধারণা ও আবেগীয় উপাদানের আলোকে (perceptually, conceptually, emotionally) সংগীত "তৈরি করে" তার অধ্যয়ন।

সংগীত শিক্ষক ক্রিস্টোফার স্মল (Christopher Small) (১৯২৭-২০১১) তাঁর *মিউজিকিং* (Musicking) শীর্ষকগ্রন্থে আরেকটি পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। "সংগীত"কে বিশেষ্য থেকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে তিনি বলছেন "সংগীত করা"। এর মধ্যদিয়ে সংগীতকে তিনি নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেন এবং সংগীতকে বিষয় বা বস্তু হিসেবে চিহ্নিত না করে চিহ্নিত করেন একটি কর্মকাণ্ড হিসেবে। পুরোনো শব্দকে এভাবে নতুন অর্থে প্রয়োগ করে তিনি সকল সাঙ্গীতিক চিন্তাকে ধরতে চেয়েছেন। "মিউজিকিং" বা "সংগীত করা" মানে কেবল সংগীত পরিবেশন নয়, অন্যের পরিবেশিত সংগীতের প্রতি সাড়া দেয়া এবং সাঙ্গীতিক ধ্বনিসমূহের অর্থ আবিষ্কার করাও বুঝায়। এই সংগীত-সংবেদনশীলতাকে একটি কর্মকাণ্ড হিসেবে ধরার জন্য আমি আমার প্রারম্ভিক সংজ্ঞায় বহুবচনে ক্রিয়াবাচক শব্দগুচ্ছ "সংগীতময়" (are musical)-এ স্থির হয়েছিলাম। জন ব্লেইকিং (John Blacking)-এর শিরোনাম *কীভাবে মানুষ সংগীতময়?* এর প্রতিধ্বনি করে এই সংজ্ঞা অসুবিধাজনক বিশেষ্য 'সংগীত'কে এড়াতে পারে এবং এখনো সর্বোতভাবে ব্যবহৃত না-হওয়া ক্রিয়া "সংগীত করা"কে গ্রহণ করে। এবং, এর মধ্যদিয়ে মানুষ যতোভাবে সংগীতময় হতে পারে, যেমন—সংগীত তৈরি করা, সংগীত হৃদয়ঙ্গম করা, সংগীত বিশ্লেষণ করা এবং বহুভাবে ধ্বনির প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা, এগুলোর সবকিছুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে।

সংগীত কি এবং সংগীত দিয়ে উৎপাদিত বস্তু (বিষয় বা ভাব) বোঝায়, নাকি সংগীত সৃষ্টির প্রক্রিয়া বোঝায়, এই প্রশ্নের বাইরে সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদগণ কোন কোন

ভাবনগর ফাউন্ডেশন আয়োজিত সঙ্গীতনৃবিদ্যা বিষয়ক সম্মেলনে বাউলসঙ্গীত পরিবেশন করছেন আমেরিকান সঙ্গীতনৃতাত্ত্বিক কিথ ই. কার এবং তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সাধকশিল্পী আমির ফকির, মেহেরনীল বেকের, যোগিনী কৃষ্ণাদেবী, ২০১৫

ভাবনগর ফাউন্ডেশন আয়োজিত সঙ্গীতনৃবিদ্যা বিষয়ক সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন জাপানের সঙ্গীতনৃতাত্ত্বিক অধ্যাপক ড. মাসাহিকো তোগাওয়া, ২০১৫

প্রকারের সংগীত অধ্যয়ন করেন সে প্রশ্নও দেখা দেয়। যদি এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য মানুষের সংগীতময় কর্মকাণ্ড, বা কেন ও কীভাবে মানুস সংগীতময় তা জানা ইত্যাদি হয়ে থাকে, তাহলে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদগণ সব সংগীত অধ্যয়ন করেন। যাই হোক, ইয়াপ কুন্স্ট্-এর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রদত্ত এই বিদ্যার প্রথম সংজ্ঞায় এর পরিসরকে সীমিত হিসেবে দেখানো হয়েছে:

> সংগীতনৃবিদ্যা বা আদিনাম মোতাবেক তুলনামূলক সংগীততত্ত্বের অধ্যয়ন-বিষয় হলো মানবজাতির সকল সাংস্কৃতিক স্তরের ঐতিহ্যিক সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র; অর্থাৎ, তথাকথিত আদিম মানুষ থেকে শুরু করে সভ্য জাতিসমূহের ঐতিহ্যবাহী সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের অধ্যয়নই সংগীতনৃবিদ্যা। অতএব, আমাদের বিজ্ঞান সব রকম আদিবাসী ও লোকসংগীতের তথ্যানুসন্ধান করে এবং সর্বপ্রকার অ-ইউরোপিয়ান 'আর্ট মিউজিক' বা উচ্চাঙ্গ সংগীতের তথ্যানুসন্ধান করে। ...ইউরোপিয়ান উচ্চাঙ্গ বা জনপ্রিয় (বিনোদনমূলক) সংগীত এই বিদ্যাক্ষেত্রের বাইরের বিষয়।

যেহেতু বেশিরভাগ সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদ সংগীতকে সর্বজনীন মনুষ্য অনুষঙ্গ হিসেবে অধ্যয়নে বিশ্বাস করেন, সুতরাং, একে কিছু অনুসঙ্গ বাদ দিয়ে বিবেচনা করার কোন মানে নেই, যেমনটা কুন্স্ট্-এর আদি সংজ্ঞায় করা হয়েছে। তবুও, বাস্তবতা হলো, সংগীতনৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও শিক্ষার বেশিরভাগটা জুড়ে চর্চিত হচ্ছে "ঐতিহ্যবাহী সংগীত", "অপশ্চিমা সংগীত" অথবা "বিশ্ব সংগীত"। স্বল্প সংখ্যক সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদ এসব পরিভাষায় সন্তুষ্ট। (সংগীতনৃবৈজ্ঞানিক বিবেচনায় বিশ্ব সংগীত শ্রেণি দ্বারা এই শব্দগুচ্ছের শাব্দিক অর্থের চাইতে অনেক বিস্তৃত কিছু বোঝায়। ১৯৮০'র দশকের শেষদিক থেকে এই পরিভাষা দ্বারা বাণিজ্যিক ও জনপ্রিয় "নৃ-পপ" সংগীতের ফিউশনকে চিহ্নিত করা শুরু হয়েছে)। যখন আমেরিকান "জাতিগত" জনপ্রিয় সংগীতসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ অঞ্চলের জনপ্রিয় সংগীত ধারা "অধ্যয়ন-বিষয়" হিসেবে সুগৃহীত, তখন ইউরোপিয়ান উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং অ্যাংলো-আমেরিকান জনপ্রিয় সংগীত সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই বিদ্যায় অগুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে।

সংগীতনৃবিদ্যা অ-পশ্চিমা অথবা বিশ্ব সংগীতের ঐতিহ্যিক ধারাসমূহের অধ্যয়ন — এই সংজ্ঞার কিছু সুবিধা আছে। অবিশেষজ্ঞদের জন্য এটা বোঝা সহজ। সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদরা আসলে যা করেন, এই সংজ্ঞা তারই বিবরণ। যখন পরিবারের সদস্যরা বা বন্ধুবান্ধবেরা জানতে চান যে "সংগীতনৃবিদ্যা" কি, তখন সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদরা এই সংজ্ঞা উপস্থাপন করেন। কিন্তু, এই বিদ্যাক্ষেত্রে সংজ্ঞাটি ততোটা জনপ্রিয় নয়, কেননা এই সংজ্ঞার কেন্দ্রে আছে পশ্চিমা দুনিয়া এবং বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাকি দুনিয়া এই সংজ্ঞায় পরস্পরের কাছে প্রান্তিক হয়ে ওঠে।

এই সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না যে, কেন আমরা এসব অধ্যয়ন করি। এই সংজ্ঞা আমার প্রথম সংজ্ঞার বৃহত্তর লক্ষ্যকে বিভ্রান্ত করে।

লোগোস

গ্রীক ভাষায় *লোগোস* দ্বারা "শব্দ", "কারণ", "যুক্তি", "বক্তব্য" ইত্যাদি বুঝায়। এটি (-ology) অনুসর্গ হিসেবে অনেক ইংরেজি পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়। অতএব, সংগীতনৃবিদ্যা সংগীত বিষয়ক শব্দ-ভিত্তিক, যৌক্তিক আলোচনা করে। এই সংজ্ঞা সংগীতনৃবিদ্যাকে সংগীততত্ত্বের অপরাপর ধারা, যেমন, ইউরোপিয়ান উচ্চাঙ্গ সংগীত অধ্যয়ন থেকে আলাদা করে না। তবে, এর দ্বারা সংগীতনৃবৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহের মধ্যে দ্বিভাজন করা যায়। এর ফলে, মৌখিক ও লিখিত শব্দের এবং "সংগীত অধ্যয়ন" এর অন্যান্য ধারার প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। যেমন, সংগীতে দীক্ষা গ্রহণ করা এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাতে ও সুর তৈরি করতে শেখা ইত্যাদি। যেহেতু সংগীতনৃবিদ্যাকে অনেক সময় "বিশ্ব সংগীত"-এর অধ্যয়ন বলা হয়, তাই, যে সংগীতকারগণ ইউরো-আমেরিকান উচ্চাঙ্গ ও জনপ্রিয় ধারার বাইরের সংগীত শেখেন এবং পরিবেশন করেন তারাও নিজেদেরকে সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদ হিসেবে অভিহিত করতে পছন্দ করেন। সংগীত শিল্পী ও তাদের সমালোচকদের কাছে "সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদ" পরিভাষার এই প্রয়োগ ঐতিহাসিকভাবে একাডেমিক সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদের মধ্যে কিছুটা বিহ্বলতা তৈরি করে। আজকাল সাধারণভাবে এ সম্পর্কিত মনোভাব যেন কিছুটা নমনীয় হয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সোসাইটি ফর এথনোমিউজিকোলজি-এর ওয়েবসাইটে বেশ সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ দেখা যায়, তারা তাদের সদস্য হিসেবে কেবল পণ্ডিতদেরকেই স্বাগত জানায় না সংগীতশিল্পীদেরও স্বাগত জানায়। মাঠ গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদগণ সংগীতকারদের প্রশ্ন করেন যে, তারা কীভাবে সুর সৃষ্টি করেন এবং কীভাবে চিন্তা করেন সংগীত সম্পর্কে। এসব প্রশ্ন করার মধ্যদিয়ে তাদেরকে " যৌক্তিক বক্তব্য" প্রদানে উৎসাহিত করা হয় এবং এর ফলে তাদেরকে যেন সংগীততাত্ত্বিক হয়ে উঠতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারপরও, পূর্ণ পরিসরে, স্থান, কাল নির্বিশেষে মানুষের সংগীত সৃষ্টি করা সম্পর্কে যৌক্তিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সংগীতনৃবিদ্যাকে একটি একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করাটাই সম্ভবত ন্যায্য হবে।

সংগীতনৃবিদ্যার সংজ্ঞা দেওয়া সহজ কথা নয়। আমি যে সংজ্ঞা দিতে শুরু করেছিলাম তার নানান রূপ গজিয়েছে। প্রতিটি সংজ্ঞাই সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদদের কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছুটা ভিন্ন কথা বলেছে। এই বিদ্যার বুদ্ধিবৃত্তিক লক্ষ্য, এর বিষয়বস্তু, কার্য পদ্ধতি এবং প্রকৃত কর্মকাণ্ড, অথবা অপরাপর জ্ঞানকাণ্ড থেকে এর পার্থক্য ইত্যাদি নির্দিষ্টকরণের কলাকৌশল হিসেবে প্রতিটি সংজ্ঞাই কাজের।

এই অধ্যায়ে প্রাপ্ত সংগীতনৃবিদ্যার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাগুলি হলো:

সংগীতনৃবিদ্যার মনুষ্য সম্প্রদায়ের সংগীতময়তার প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করার বিদ্যা।

বিশ্বের সকল সংগীত সম্পর্কিত অধ্যয়নকে বলে সংগীতনৃবিদ্যা।

সংগীতনৃবিদ্যা হলো সংগীত সৃষ্টি করে এমন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর অধ্যয়ন।

সংগীতনৃবিদ্যা হলো মাঠ গবেষণা ও সাঙ্গীতিক নৃজাতিবিদ্যা ভিত্তিক মনুষ্য সংগীত বৈচিত্র্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন।

সংগীতনৃবিদ্যা হলো ঐতিহ্যিক, অ-পশ্চিমা, বা বিশ্ব সংগীতের অধ্যয়ন।

নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সংগীত অধ্যয়ন বিদ্যার নাম সংগীতনৃবিদ্যা।

সংগীতনৃবিদ্যা হলো মানবিকভাবে সুসংহত ধ্বনিমঞ্জুরির অধ্যয়ন।

সংগীত ও ধ্বনি সৃষ্টির পরিবেশগত পরিপ্রেক্ষিত অধ্যয়নকে সংগীতনৃবিদ্যা বলে।

সংগীত সৃষ্টিকারী জনজাতি সম্বন্ধীয় অধ্যয়নকে সংগীতনৃবিদ্যা বলে।

সংগীতনৃবিদ্যা মানুষের মিউজিকিং বা সংগীত তৈরি করা বিষয়ক অধ্যয়ন।

সকল সংগীত সম্পর্কিত শব্দ-ভিত্তিক, যৌক্তিক আলাপ-আলোচনা করে যে বিদ্যা, তাকে বলে সংগীতনৃবিদ্যা।

মৌখিক এবং অমৌখিক যেকোনো বিশ্বসংগীতের অধ্যয়নের নাম সংগীতনৃবিদ্যা।

পূর্ণ পরিসরে, স্থান, কাল নির্বিশেষে মানুষের সংগীত ও সংগীত সৃষ্টি করা সম্পর্কিত যৌক্তিক আলাপ-আলোচনা ভিত্তিক একাডেমিক ডিসিপ্লিনকে সংগীতনৃবিদ্যা বলে।

এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পরবর্তী অংশে আরও গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে, সংগীতনৃবিদ্যাবিশারদগণ কীভাবে সংগীতনৃবিজ্ঞানের ইতিহাস, গবেষণা পদ্ধতি, প্রধান অন্তর্দৃষ্টি বা দর্শন, এবং এর চর্চাক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতসহ মানুষের সংগীতময়তার বৈচিত্র্য অধ্যয়ন করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

John Blacking, *How Musical Is Man?* (Seattle: University of Washington Press, 1973), quote from 116.

Jaap Kunst, *Ethnomusicology*, 3rd ed. (The Hague : M. Nijhoff, 1959), quote from 1.

Alan Merriam, "Ethnomusicology : Discussion and Definition of the Field", *Ethnomusicology* 4 (1960):107-14, quotes from 109.

Mark Slobin, *Subcultural Sounds: Micromusics of the West* (Hanover NH: Wesleyan University Press, 1993).

Christopher Small, *Musicking: The Meanings of Performing and Listening* (Hanover, NH: Wesleyan University Press, 1998).

Jeff Todd Titon et al., *Worlds of Music,* 2nd ed. (New York: Schirmer Books, 1992).

Original text: Timothy Rice, *Ethnomusicology: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2014.